ভূমিকা

আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানব সভ্যতার অগ্রগতি । মানুষের হিত সাধনের জন্যই বিজ্ঞানের সৃষ্টি। কিন্তু কিন্তু এত উন্নতি সত্ত্বেও সভ্যতার কপালে দুশ্চিন্তার কলঙ্করেখা । বিজ্ঞানের জয়যাত্রার মাঝে একদিকে সৃজন, অন্যদিকে ধ্বংস । মানুষ তাই "বিজ্ঞান অভিশাপ না আশীর্বাদ প্রশ্ন তুলেছে।

বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও মানব সমাজ

আদিম মানুষ যেদিন প্রথম আগুন জ্বালাতে শেখে সেদিন থেকে বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সূচনা। তারপর সে ধীরে ধীরে ধাতু আবিষ্কার করল, চাকা আবিষ্কার করল। বিজ্ঞানের কল্যানেই বৈদ্যুতিক শক্তি, বাষ্প শক্তি ও যন্ত্রশক্তির আবিস্কার হয়েছে । বেতার যন্ত্র, ও দূরদর্শন দূরকে করে দিল আরও নিকট। মানুষ ছুটে চলছে বিভিন্ন গ্রহ ও উপগ্রহে । এমনকি দূরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকেও মুক্তি পাচ্ছে বিজ্ঞানের সাহায্যেই।

মানব জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব

মানুষের জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত বিজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ট্রুথপেস্ট, ব্রাশ, ফ্যান, হিটার, গ্যাস, টেলিভিশন, যানবাহন এসব কিছুই বিজ্ঞানের দান। কৃষি ও শিল্প সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের প্রভাব ও প্রসার লক্ষ্য করা যায় । যাতায়াতের সুবিধার জন্য আবিষ্কার হয়েছে বাস, ট্রাম, ট্রেন ইত্যাদি যানবাহন । দূরাভাষ দূরকে করেছে নিকট।

অতিরিক্ত বিজ্ঞান নির্ভরতা

বর্তমান যন্ত্র সভ্যতার যুগে মানুষ দিন দিন পরিনত হচ্ছে যন্ত্রে মানুষ তার ছোটো ছোটো কাজের জন্য নির্ভরশীল যন্ত্রের ওপর । বস্তুত মানুষ যন্ত্রকে না, যন্ত্র মানুষকে পরিচালনা করছে ।মানুষ অতিরিক্ত বিজ্ঞান নির্ভর হয়ে পড়েছে। এই আতরিক্ত বিজ্ঞান নির্ভরতা মানুষকে বিজ্ঞানের দাসে পরিণত করেছে।

বিজ্ঞানের অভিশপ্ত দিক

বিজ্ঞান সভ্যতার এক কল্পময় অধ্যায় হল হিরোশিমা নাগাসাকির হত্যাকান্ড । উন্নত দেশগুলি আজ পারমাণু শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ক্ষুদ্র দেশগুলির শোষন চালাচ্ছে। নিত্যনৈতীক সন্ত্রাসবাদের শিকার হচ্ছে মানুষ। যানবাহনের যানবাহনের ধোয়া, কারখানার বজ্র পদার্থ প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করছে।

বিজ্ঞানের অভিশাপ মুক্তি

বিজ্ঞানকে অভিশপ্ত করার জন্য দায়ী মানুষ স্বার্থান্বেষী, জ্ঞানপাপী মানুষের মধ্যে শুভবোধ জাগ্রত না হলে বিজ্ঞান বিপথে চালিত হবেই। এর জন্য প্রয়োজন মানুষের শুভবোধের জাগরণ। মানুষের কল্যানে বিজ্ঞান- কে নিয়োগ করতে হবে। বিজ্ঞান পরিচালককেও শুভ বোধ দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। তবেই বিজ্ঞান হবে মানুষের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ

উপসংহার

মানুষ যদি মানুষ হয়, বিজ্ঞানকে যদি মানব কল্যা নের কাজে প্রয়োগ করতে পারে, তাহলে বিজ্ঞান হবে আশীর্বাদ আর যদি অমানুষ হয়ে ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ করে তবে বিজ্ঞান হয়ে উঠবে অভিশাপ।